দৈনিক ইত্তেফাক

৭৭

তারিখ ... 14 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

আজ হইতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে আজ ১৪ হইতে ১৮ জুন পর্যন্ত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৭ উদযাপন করা হইবে। সপ্তাহের প্রথম দিনে সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষ রোপণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রী কুষ্টিয়ায় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপমন্ত্রী ঢাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সপ্তাহের কর্মসূচী উদ্বোধন করিবেন। ১৫ জুন ঢাকা মহানগরীতে শিশু সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হইবে। ১৭ জুন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে "বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা" বিষয়ক একটি কর্মশিবিরের আয়োজন করা হইবে।

এ সময়ে জেলা, থানা ও ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি এবং বাধ্যতামূলক ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এছাড়া অভিভাবক এবং মা-সমাবেশের আয়োজন করা হইবে। উক্ত সমাবেশগুলিতে এলাকার বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি, ঝরে পড়া রোধ এবং দৈনন্দিন পড়াশুনার বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করিয়া স্থানীয় পর্যায়ে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইবে।

জেলা সদরে জেলার সকল থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষার সাথে

(১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

আজ হইতে জাতীয় প্রাথমিক

(শেষ পৃঃ পর)

সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হইবে।

১৮ জুন সকাল ১০টায় ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষিকা, শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় এবং বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের পুরস্কার বিতরণের উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইবে। উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

এই উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এক বাণীতে বলেন, জাতীয় অগ্রগতির জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাই হইতেছে মূল ভিত্তি। আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করার সরকারী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সবাই সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আমি আশা করি। অশিক্ষার অভিশাপ হইতে জাতিকে মুক্ত করার জন্য ইতিমধ্যে যে গণসচেতনতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে বেগবান করিতে হইবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও ব্যাপক শিক্ষা প্রসারকে সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। তাই জাতীয় ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৭ সফল হোক—এই কামনা করি। —তথ্য বিবরণী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলিয়াছেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সহিত অঙ্গীভূত করার জন্য তাহার সরকার দেশের জনগণকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শিক্ষিত করিয়া তোলার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে তিনি বলেন, তাহার সরকার দশ বছরের মধ্যে দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করার অঙ্গীকার পূরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইতেছে।